মিঠুল মুস্তাফা

উষালোকে : উপন্যাসে চিরায়ত জীবনের সন্ধান

সেখানকার মাটি, মানুষ, তাদের অপভ্রংশ ভাষা—সবই আপনার সুপরিচিত। তাদের প্রাণের ভোমরা-ভোমরীর কালো রঙ ও গুঞ্জন আপনার পল্লীজীবনের ছবি ও গানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এই মানুষদের কথা শিক্ষিত সমাজের কাছে কেমন লাগবে জানি না।

কবি কালিদাস রায়কে লিখিত উৎসর্গ পত্রের এই আন্তর্দ্বন্দ্ব-বিচলিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭১) *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* (১৯৪৭) উপন্যাসটি প্রায় ষাট বছর পূর্বে ছাপাখানার স্যাঁতস্যাঁতে চৌকাঠ মাড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেই জিতে নিয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎ-স্মৃতি পদক। অথচ আজো নিয়ন আলো-ঝলমল নাগরিক জীবনের সমস্ত কোলাহল মুখরিত করতলে অমলিন আবেগে উঠে আসে হাঁসুলী বাঁকের কাহার সম্প্রদায়ের জীবনের অনুরাগ-বিরাগ, বিশ্বাস-সংস্কার, পেশা-অস্তিত্ব-দ্রোহ-দ্বন্দ্ব-সংকট এবং সমাজ পরিবর্তনের এই উপাখ্যানটি। তাছাড়া সাম্প্রতিক সময়ের সাবঅলটার্ন স্টাডিজের দৃষ্টিকোণ থেকেও *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* উপন্যাসটি গুরুত্বপূর্ণ। হয়ত বা এ জাতীয় ভাবনা থেকেই মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ্ সম্পাদিত 'উষালোকে' সাহিত্য পত্রিকার নব পর্যায় চতুর্থ সংখ্যার (জানুয়ারি-মার্চ ২০০৬) বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে আলোচ্য উপন্যাসটি। যদিও *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* উপন্যাসে নিম্নবর্গ জীবনের প্রাসঙ্গিক পৃথক প্রবন্ধ 'উষালোকে' মুদ্রিত হয়নি। পত্রিকাটির 'সাম্প্রতিক বিবেচনা' পর্বে বারোটি নতুন প্রবন্ধ, পাঁচটি প্রকাশিত প্রবন্ধের সংকলন, খসড়া চিত্রনাট্য এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনপঞ্জি-গ্রন্থপঞ্জি ও তারাশঙ্কর বিষয়ক গ্রন্থাবলির তালিকা পরিণত ভাবনার ইঙ্গিত দেয়। মুদ্রিত প্রবন্ধসমূহের মধ্যে যদিও একই বিষয়ে একাধিক রচনা পত্রস্থ হয়েছে, তবু উপন্যাসটি সম্পর্কে একটি আপাত সার্বিক মূল্যায়নের প্রচেষ্টা লক্ষণীয়।

'উষালোকে'র প্রবন্ধসমূহে বর্ণিত হয়েছে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৌল প্রবণতা ও তাঁর শিল্পী মানস, *হাঁসুলী বাঁকের উপকথার* উপন্যাসায়ন, লোকপুরাণ ও লোকসংস্কৃতি, সমাজ ও জীবনের আন্তঃসম্পর্ক, করালী চরিত্রের অন্তর্গূঢ় তত্ত্ব ও শিল্পপ্রসঙ্গ।

'রুক্ষ মৃত্তিকার হরিৎ বৃক্ষ' আবুল আহসান চৌধুরী রচিত 'উষালোকে'র এই প্রবন্ধটিতে বিবেচিত হয়েছে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পীমানস এবং *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* উপন্যাসের সাংগঠনিক প্রসঙ্গ। প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন, 'তারাশঙ্করের মন জুড়ে ছিল লৌকিক সমাজের জীবন ও সংস্কৃতির রূপ-স্বরূপ। ব্যক্তির স্বভাববৈশিষ্ট্য কিংবা প্রবণতা নয়, তাঁর শিল্পভুবনে ঠাঁই নিয়েছে বহমান সামাজিক গতিধারা আর প্রকৃতির রুঢ় রূপবৈচিত্র্য—প্রধান ভূমিকা পালন করেছে সমাজ—প্রকৃতি তার সহায়ক শক্তি—মানুষ এখানে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নয়, প্রতীকী ব্যঞ্জনায় প্রকাশিত। ... এই কথাগুলো তারাশঙ্করের গ্রামনির্ভর প্রধান উপন্যাসগুলো সম্পর্কে যেমন সত্য, সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য বোধকরি

তাঁর হাঁসুলী বাঁকের উপকথা প্রসঙ্গে।' (পৃ ১০)। এই বোধ থেকে প্রাবন্ধিক অগ্রসর হয়েছেন উপন্যাসটির অন্তর্সংগঠন বিশ্লেষণে। হাঁসুলী বাঁকের উপকথার উপন্যাসয়ন প্রসঙ্গে বেগম আকতার কামালের প্রবন্ধটি তাৎপর্যময়। আবুল আহসান চৌধুরী এ উপন্যাস সম্পর্কে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় কথিত 'রূপকথা' প্রসঙ্গের বিপরীতে 'উপকথা' সংশ্লিষ্ট যুক্তি প্রদানের বিষয়টি প্রশ্ন তুলে অমীমাংসিত রেখেছেন। বেগম আকতার কামাল তাঁর প্রবন্ধে উত্থাপন করেননি কোনো যুক্তিতর্ক। কিন্তু তিনি 'উপকথা' কী এবং এ উপন্যাসটি 'উপকথা' কেন—এই তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে অগ্রসর হয়েছেন উপন্যাসটির অন্তর্সংকেতে ঔপন্যাসিকের মতাদর্শ, রূপকী ব্যঞ্জনা, ব্যক্তিদ্বন্দ্ব, সমাজ-সংঘাত ও রূপান্তরের তাত্ত্বিক আয়োজন নিরীক্ষণে :

কী এই মতাদর্শ! গান্ধীবাদী রাজনীতি ও রাষ্ট্রাদর্শের প্রতি তারাশঙ্করের অনুরাগ অন্তর্গূঢ়—এই তথ্য সর্বজনবিদিত এবং এই তথ্যেই লুকিয়ে আছে আধুনিক বুর্জোয়া ব্যক্তিনায়কের কাহিনীর সঙ্গে তাঁর উপকথা সৃষ্টির রূপরীতিগত টানাপোড়েন। গ্রাম বাংলার তথা রাঢ়বাংলার জনপদ ও পরম্পরাবাহী আনুভূমিক জীবনযাত্রা, ইতিহাসে চাপাপড়া নিম্নবর্গের কণ্ঠস্বর ও বোবাকান্নার অবরুদ্ধ ভাষা রূপায়ণে তিনিই বাংলা উপন্যাসে পথিকৃৎ। (পৃ ১৯)।

মানব অস্তিত্বের নির্জ্ঞান স্তরে সংগুপ্ত মিথ অনুষঙ্গ এবং নৃতাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনাও বেগম আকতার কামালের প্রবন্ধটিকে দান করেছে বিশিষ্টতা।

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথার জগৎ' সংকলিত প্রবন্ধেও বিশ্লেষিত হয়েছে 'উপকথা'—প্রাসঙ্গিক যুক্তিপ্রকরণ। করালী চরিত্রের পরিণামভাবনাও এই প্রবন্ধের ইতিবাচক আকাঙ্ক্ষার সমার্থক। করালীকে প্রাবন্ধিক বলেছেন 'মডার্ণ প্রিন্স', যে 'আজও মাটি খুঁজছে, আজও সে ইতিহাসের গঙ্গার অভিযাত্রী কিন্তু লক্ষ্যে যেতে পারেনি। করালী, কখনো ঢোঁড়াই, কখনো বাঘারু হয়ে, কখনো বসন্ত গর্জনে দৃপ্ত হয়ে হেঁটে চলেছে আজও।' (পৃ ১৩২)। এই চেতনাই করালী চরিত্রকে দান করেছে সংগ্রামশীল মানবঅস্তিত্বের শাশ্বত রূপকল্প।

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা উপন্যাসে লোকপুরাণ ও লোকসংস্কৃতি প্রসঙ্গে বিশ্বজিৎ ঘোষের প্রবন্ধটি তথ্যপূর্ণ ও বিশ্লেষণাত্মক। প্রাবন্ধিকের মতে, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এ উপন্যাসে কেবল পুরাণ-অনুষঙ্গ ব্যবহার করেননি, 'বৃহত্তর কাহার সমাজের জন্য নির্মাণ করেছেন নতুন লোকপুরাণও। একটা মিথাশ্রিত সমাজ কীভাবে ভাঙনের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের ভুবনে চলে আসে, বক্ষ্যমাণ প্রতিবেদনে সে কথাই বলতে চান লেখক। বস্তুত, আলোচ্য উপন্যাস শুরুই হয়েছে লোকপুরাণ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে, আর শেষও হয়েছে ইতিহাসের গর্ভে তার হারিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে।' (পৃ ২৮)। নিম্নবর্গের অন্ত্যেবাসী জনগোষ্ঠীর প্রাত্যহিক জীবন-যাপনের অন্তর্স্রোতে লৌকিক পুরাণের সঙ্গে লোকায়ত সংস্কৃতি বিজড়িত অঙ্গাঙ্গিভাবে। বিশ্বজিৎ ঘোষ কাহার সম্প্রদায়ের যাপিত জীবনের অনু-অধ্যায়ে সংগুপ্ত লোকায়ত পুরাণ ও সংস্কৃতির প্রভাব এবং তার রূপান্তরের ইতিবৃত্তান্ত বিশ্লেষণে text-এর অনুসারী এবং তথ্যসংহত।

মিথ-অনুষঙ্গী আরো তিনটি প্রবন্ধ 'উষালোকে' গ্রথিত। এর মধ্যে রয়েছে মাসুদুল হক ও বুলবুল আহমেদের দুটি নতুন প্রবন্ধ এবং বরুণকুমার চক্রবর্তীর একটি সংকলিত প্রবন্ধ। মাসুদুল হক 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা : মিথ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' প্রবন্ধে পৃথক শিরোনামে মিথ, মানুষ, ভাষা ও লোকসংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। বরুণকুমার চক্রবর্তীর সংকলিত প্রবন্ধটিতেও প্রায় একই আঙ্গিকে বিশ্লেষিত হয়েছে লোকায়ত জীবনে

ব্যবহৃত গহনা, যান, বাদ্যযন্ত্র, যন্ত্রাদি, খাদ্য, লোকসংগীত, ছড়া, লোককথা, পূজাপার্বণ, লোকক্রীড়া, সংস্কার ইত্যাদি প্রসঙ্গ। মাসুদুল হকের প্রবন্ধটি উদ্ধৃতি ভারাক্রান্ত। তপন বাগচীর 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা : প্রবাদ প্রবচন' প্রবন্ধটিও উপন্যাসটির লোকায়ত সংস্কৃতিকে করে তোলে পরিস্ফুট।

ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সুস্মিতা চক্রবর্তীর প্রবন্ধ দুটি এই পত্রিকার সমৃদ্ধতর অংশ। ভীষ্মদেব চৌধুরী, 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা : সমাজগতির শিল্পকৃতি' প্রবন্ধে কাহার সম্প্রদায়ের উপকথা নিয়ন্ত্রিত জীবনকাহিনী এবং বিশ্বযুদ্ধের 'অভিঘাতে কাহারকুলের জীবন সংহতির অনিবার্য ভাঙন, কৃষিনির্ভর জীবনের ক্রম-অবসান এবং কাশবন-ঘেরা উপকথার হাঁসুলী বাঁকের বিরান প্রান্তরে পরিণত হওয়ার কথকতা'র সূত্র বিশ্লেষণ করেছেন। প্রাবন্ধিকের মতে তারাশঙ্করের এই মানস-গঠনের পশ্চাতে ক্রিয়াশীল ছিল সমাজগতির সূত্র এবং রাজনৈতিক সতর্কতা।

সুস্মিতা চক্রবর্তীও এ উপন্যাসের 'চিরায়ত জীবন' অনুসন্ধান করেছেন গভীর পর্যবেক্ষণশীল দৃষ্টিতে। এ প্রবন্ধে সমকালীন অপরাপর উপন্যাসিকের জীবনদৃষ্টি এবং সমশ্রেণীর উপন্যাসে বিধৃত সমাজ ও জীবনের রূপ রূপান্তরের আন্তঃসম্পর্ক, বৈপরীত্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে চিহ্নিত হাঁসুলী বাঁকের উপকথার মৌলিকত্ব ও স্বাতন্ত্র্য। উপন্যাসটির চিরন্তনতা সম্পর্কে প্রাবন্ধিকের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা-য় নিসর্গের যে বিচিত্র রূপ—সেখানেও মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্কের চিরন্তন দেওয়া-নেওয়া। বন্যা-উন্মত্ত নদী, শুকনো মাটি যাতে কোদাল চলে না, সেই সঙ্গে কাহারদের নিত্য সংগ্রামের ছবিতে প্রকৃতি ও মানুষের চিরকালীন সংঘাতের রূপ ফুটেছে। আবার প্রকৃতির প্রসন্ন মুখের দিকে চেয়েই মানুষের বেঁচে থাকা। হাঁসুলী বাঁকে বর্ষা আসার যে নিবিড় বর্ণনা দিয়েছেন তারাশঙ্কর সে ছবিতে নির্দিষ্ট আঞ্চলিকতার ছাপ আছে, সেই সঙ্গে আছে অনির্দেশ্য শ্যামল সজলতা—যা উষ্ণ অঞ্চলের যে কোনো দেশে বর্ষার রূপের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য।

... উপন্যাসের অনেক পৃষ্ঠা জুড়ে আছে নদীর বিবরণ। জীবন প্রবাহেরই বৈচিত্র্য আর অনন্ততার রূপ যেন। হাঁসুলী বাঁকের উপকথা তাই অঞ্চল-কেন্দ্রিক, বিশিষ্ট জনজাতিজীবন নিয়ে লেখা উপন্যাস হয়েও আসলে এক সর্বজনীন উপন্যাস। (পৃ ১৬৮)।

আলোচ্য উপন্যাসটিতে রুপককুমার মুখোপাধ্যায়ের 'সঙ্গীত প্রয়োগ তাৎপর্য' এবং সরকার আবদুল মান্নানের 'বস্তু'-এর জগৎ' প্রবন্ধ দুটি ভিন্ন রসপরিণামী। এছাড়া আহমাদ মাযহার, মনি হায়দার, জুনান নাশিত, মুহম্মদ সাইফুল অথবা গিয়াস শামীমের প্রবন্ধগুলো গতানুগতিক, ছকবন্দি।

প্রবন্ধসমূহে উপস্থাপিত হাঁসুলী বাঁকের উপকথা উপন্যাসের দার্শনিক অনুষঙ্গের একটি হল সমাজের অনিবার্য গতিপারম্পর্যে উপকথা-নিয়ন্ত্রিত অন্ত্যজ গোষ্ঠীর ভূমি-উৎকেন্দ্রিক জীবনে নতুন কালের তরঙ্গ অভিঘাতে রূপরূপান্তরের কাহিনী, অন্যপ্রান্তে রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রাধান্যশীল নয়, কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলে আত্মসচেতন তারাশঙ্কর-মানসে সংগুপ্ত গান্ধীবাদী রাজনীতি ও রাষ্ট্রাদর্শ। কিন্তু এ সমস্ত বিবেচনার ঊর্ধ্বে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনদৃষ্টি, শিল্পীসত্তা ও জীবনায়নের শাশ্বত স্বরূপ সন্ধানের অন্তর্মগ্নতা।

'উত্তরলোকে' পত্রিকায় এ জাতীয় একটি উপন্যাস-মূল্যায়ন প্রসঙ্গ নির্বাচন করে সম্পাদক মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ পালন করেছেন উজ্জ্বল ও গৌরবময় দায়িত্ব।

উত্তরলোকে ॥ ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা ॥ নব পর্যায় চতুর্থ সংখ্যা ॥ জানুয়ারি-মার্চ ২০০৬ ॥
সম্পাদক : মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ ॥ দাম ॥ একশত টাকা